পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ইত্যাদি

বনাম

আশুতোষ লাহিড়ী এবং অন্যান্যরা

নভেম্বর ১৬, ১৯৯৪

[বিচারপতিগণ কুলদীপ সিং, বি.এল. হাঁসরিয়া এবং এস.বি. মজমুমদার]

পশ্চিমবঙ্গ পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০ - ধারা ১২- বকরিতে সুস্থ গরু জবাইয়ের ছাড় - ঈদের দিন - বৈধতা চ্যালেঞ্জ - বকরি ঈদে মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা গরু জবাই করা মুসলিম ধর্মের একটি অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল কিনা- অনুষ্ঠিত হয়েছে, না, যেহেতু এই ধরনের অব্যাহতি ধারা ১২ এর সুযোগের বাইরে ছিল।

উত্তরদাতারা পশ্চিমবঙ্গ পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০-এর ক্রিয়াকলাপ থেকে নির্ধারিত পশু, যেমন, গরু জবাইয়ের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছেন - *ঈদের* দিনে। রিট আবেদনকারীরা দাবি করেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভুলভাবে আইনটির ১২ ধারা প্রয়োগ করেছে যখন এটি আইনটির পরিচালনা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে, এই ভিত্তিতে সুস্থ গরু জবাই করা যে মুসলিমদের সম্প্রদায় ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এই ছাড় দেওয়া দরকার ছিল। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে যে বকরি ঈদে মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা গরু জবাই করা মুসলিম ধর্মের অপরিহার্য প্রয়োজন নয় এবং তাই এই ধরনের ছাড় আইনের ১২ ধারার সুযোগ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। পরবর্তীতে বকরি ঈদের দিনে এই ধরনের কোনো ছাড় দেওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে রাজ্যের কাছে একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল।

বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে এই আপিলগুলি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়। রাজ্যের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গি ভুল ছিল এবং এটি আইনের ১২ ধারার সঠিক ব্যাখ্যা করেনি। আপীলকারীদের মতে যেকোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই ধরনের ছাড় দেওয়া যেতে পারে এবং এই ধরনের উদ্দেশ্য একটি বাধ্যতামূলক উদ্দেশ্য হতে পারে না। এমনকি যদি একজন মুসলমানের জন্য একটি ছাগল, একটি উট বা একটি গরু কোরবানি দেওয়া উন্মুক্ত থাকে এবং যখন এই জাতীয় কোরবানি একটি সুস্থ পশুর হতে হবে তখন পর্যন্ত এই আইনের কার্যকারিতা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের কাছে পুরোপুরি উন্মুক্ত ছিল। যেহেতু বকরি ঈদের দিন সুস্থ গরু জবাই করা নিয়ে উদ্বিগ্ন। যতদূর পর্যন্ত আইনের ১২ ধারা সম্পর্কিত এটি একটি অপরিহার্য ধর্মীয় উদ্দেশ্যের কথা বলে না কিন্তু এমন কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্যের কথা বলে যা এমনকি একটি ঐচ্ছিক উদ্দেশ্যও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

এই আপিলগুলিতে উত্তরদাতারা দাবি করেছেন যে আইনটি গরু এবং মহিষ সহ পশু জবাই নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং এটি দুধের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পশু শক্তির অপচয় এড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। এই আইনে এখন পর্যন্ত গরুর মতো সুস্থ প্রাণী জবাই করার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ধারা ১২ শুধুমাত্র শর্ত পূরণের উপর এই ধরনের প্রাণীর সাথে সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে চায়, যেমন, যে কোনও ধর্মীয়, ঔষধি বা গবেষণার উদ্দেশ্যে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা আবশ্যক। যেহেতু এটি সুস্থ প্রাণী জবাই করার বিরুদ্ধে সাধারণ সুরক্ষার একটি ব্যতিক্রম, তাই এই ধরনের ছাড় বা ব্যতিক্রমকে কঠোরভাবে বোঝানো উচিত এবং কোন ঐচ্ছিক ধর্মীয় উদ্দেশ্যে যা একেবারে প্রয়োজনীয় নাও হতে পারে তার জন্য হালকাভাবে দেওয়া বা হালকাভাবে অবলম্বন করা যাবে না। এটি পেশ করা হয়েছিল যে বকরি ঈদে শুধুমাত্র সুস্থ গরু কোরবানি করার উপর জোর দিয়ে ধর্মীয় যোগ্যতা অর্জন করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য নয়। ফলস্বরূপ, মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐচ্ছিক ধর্মীয় অনুশীলন পূরণের জন্য ধারা ১২ চালু করার কোনো এখতিয়ার বা ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকবে না।

আপিল খারিজ করে এই আদালত

আদেশ: ১.১ পশ্চিমবঙ্গ জবাই নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০-এর আইনগত অভিপ্রায় হল যে সুস্থ গরু যেগুলি জবাই করার উপযুক্ত নয় তা একেবারেই জবাই করা যাবে না। অন্য কথায়, আইনের ২ এর অধীনে তফসিলে উল্লিখিত সুস্থ গরু এবং অন্যান্য পশু জবাই করার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এটিই আইনের সারমর্ম এবং আইনের উদ্দেশ্য পালনের জন্য প্রয়োজন, অর্থাৎ দুধের সরবরাহ বৃদ্ধি করা এবং কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পশু শক্তির অপচয় এড়ানো। (৫২০ - এইচ , ৫২১ – এ)

১.২ ধারা ১২ কিছু শর্তে এই ধরনের পশু জবাই সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে চায়। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য দেখাতে হবে যে একজন মুসলমানের জন্য বকরি ঈদের দিনে একটি সুস্থ গরু কোরবানি করা অপরিহার্য বা আবশ্যক এবং যদি এটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যের প্রয়োজন হয় তবে তা রাষ্ট্রকে তার বুদ্ধিমত্তায় নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে সক্ষম করতে পারে। যদি কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে একটি সুস্থ গরু জবাই করার অনুমতি দেওয়া অপরিহার্য বা অপরিহার্য না হয় তবে এই জাতীয় ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ১২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের অব্যাহতি পাওয়ার আহ্বান জানানো সমানভাবে উন্মুক্ত হবে না। (৫২১ - জি - এইচ , ৫২৩ – ডি)

১.৩ বকরি ঈদে সুস্থ গরু জবাই করা মুসলমানদের ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অপরিহার্য বা আবশ্যক নয়; অন্য কথায়, এটা একজন মুসলমানের জন্য ধর্মীয় প্রয়োজনের অংশ নয় যে বকরি-ঈদে ধর্মীয় যোগ্যতা অর্জনের জন্য একটি গরু অবশ্যই কোরবানি করতে হবে। (৫২৩ - ডি)

এম.এইচ. কোরেশী এবং অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য, এ.আই.আর. (১৯৫৮) এসসি ৭৩১, এ (সাংবিধানিক বেঞ্চ), অনুসরণ করা হয়েছে।

ভারতের ইউনিয়ন বনাম উড পেপারস লিমিটেড, [১৯৯১] ১ জেটি এসসি ১৫১ এবং নভোপাল ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম সি.সি.ঈ. এবং কাস্টমস , হায়দ্রাবাদ , [১৯৯৪] ৬ যে টি এসসি ৮০ , নির্ভরশীল।

তিলকায়ত শ্রী গোবিন্দলাইজি মহারাজ বনাম রাজস্থান রাজ্য এবং অন্যান্যরা। , [১৯৬৪] ১ এসসিআর ৫৬১ ; দুর্গা কমিটি, আজমীর এবং আরেকজন বনাম সৈয়দ হোসেন আলী এবং অন্যান্যরা।, [১৯৬২] ১ এসসিআর ৩৮৩ এবং হযরত কাইর মোহাম্মদ শাহ বনাম আয়কর কমিশনার, (১৯৬৭) ৬৩ আইটিআর ৪৯০ (এসসি), বিশিষ্ট।

দেওয়ানি আপীল এখতিয়ার: ১৯৮৩ সালের দেওয়ানী আপীল নং ৬৭৯০ ইত্যাদি ইত্যাদি।

কলকাতা হাইকোর্টের ২০.৮.৮২ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে ১৯৭১ সালের সি. আর. নং ৭০৯ ।

জয়দীপ গুপ্ত, জিএস চ্যাটার্জি এবং কুমারী অরুণা ব্যানার্জি আপিলকারীদের জন্য ।

ভি.এম. তারকুন্দে এবং হরিশ এন সালভে, ঈসা, কলিমুদ্দিন আলী এবং শাকিল আহমেদ সৈয়দ আবেদনকারীদের জন্য ছিলেন।

ডি.ভি. সেহগাল, এ.এম. সিংভি, বিমল রায় জাদ, এ.এস. পুন্দির, রাজিন্দর সিংভি, বি.এস. বান্থিয়া, আরডি উপাধ্যায় এবং অরুণ বনসাল উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করা হয়

বিচারপতি মজমুদার- বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে এই সমস্ত আপিলগুলি ১৯৭১ সালের দেওয়ানী বিধি নং ৭০৯ (ডাবলু) তে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের ফলে ২০শে আগস্ট, ১৯৮২ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল । এই আপিলগুলিতে আপিলকারীরা হলেন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদীরা যারা হাইকোর্টের সামনে ছিলেন। এখানে ২৭ জন উত্তরদাতা কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যানিম্যাল স্লটার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ (এর পরে এটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) থেকে নির্ধারিত পশু, যেমন, গরু, জবাইয়ের ছাড়ের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে। 'আইন') বকরী-ঈদ দিবস। রিট আবেদনকারীরা দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১ বিধি ৮ এর অধীনে অনুমতি পেয়েছিলেন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী ৭ থেকে ২১ জন উত্তরদাতাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। রিট আবেদনকারীরা হাইকোর্টের সামনে যুক্তি দিয়েছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরদাতা নং ১ হাইকোর্টের আগে ভুলভাবে ১২ ধারা প্রয়োগ করেছে এ আইনটি কার্যকর করার সময় বকরী ঈদ উপলক্ষে সুস্থ গরু জবাইকে অব্যাহতি প্রদান করা হয় এই কারণে যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এ ধরনের ছাড় দেওয়া প্রয়োজন ছিল।

প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের শুনানির পর কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই মতামত নিয়েছিল যে বকরি ঈদের দিন মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা এই ধরনের গরু জবাই করা মুসলিম বি ধর্মের প্রয়োজন ছিল না এবং তাই এই ধরনের ছাড় আইনের ১২ ধারার আওতার বাইরে ছিল। ফলশ্রুতিতে, অস্বীকৃত আদেশটি আইনের প্রতি দেহরস ছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনটি মঞ্জুর করে এবং আপিলকারীদের প্রতি মান্দামাস জারি করে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরদাতা নং ১ এবং এর প্রতিনিধি অফিসার উত্তরদাতা নং ২ থেকে ১৬ পর্যন্ত রিট পিটিশনে পরবর্তীতে বকরি ঈদের দিন গরু জবাই সংক্রান্ত আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী কোনো ছাড় দেওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়। সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের অধীনে অনুমতির জন্য রিট আবেদনকারীর মৌখিক আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল কারণ ডিভিশন বেঞ্চ অনুসারে এটি এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেছিল কোরেশী এবং অন্যান্যরা বনাম বিহার রাজ্য, এ.আই.আর (১৯৫৮) এসসি ৭৩১, উক্ত উপসংহারে আসছে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতারা কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের পূর্বোক্ত রায় থেকে আপিল করার জন্য বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে এই আপিলগুলিকে পছন্দ করেছে৷

যেহেতু এই সমস্ত আপিলগুলিতে তথ্য এবং আইনের সাধারণ প্রশ্ন জড়িত, তাই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলির জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি এই সমস্ত আপিলগুলিতে সাধারণ যুক্তিগুলিকে সম্বোধন করেছেন৷ ফলস্বরূপ, আমরা এই সাধারণ রায় দ্বারা এই আপিলগুলি নিষ্পত্তি করছি৷

এই আপিলগুলিতে আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জোরালোভাবে দাবি করেছেন যে হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গি ভুল এবং আইনের ১২ ধারার সঠিক ব্যাখ্যা করে না। এটা অবশ্যই ধরে রাখতে হবে যে কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই ধরনের ছাড় দেওয়া যেতে পারে এবং এই ধরনের উদ্দেশ্য একটি বাধ্যতামূলক উদ্দেশ্য হতে পারে না। এমনকি যদি একজন মুসলমানের জন্য একটি ছাগল, উট বা গরু কোরবানি দেওয়া উন্মুক্ত থাকে এবং যখন এই জাতীয় কোরবানি একটি সুস্থ পশুর হওয়া উচিত, তবে এই আইনের কার্যকারিতা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের জন্য এটি পুরোপুরি উন্মুক্ত ছিল। বকরি ঈদের দিন সুস্থ গরু জবাই করার বিষয়টি ছিল। এটাও দাবি করা হয়েছিল যে হাইকোর্ট কোরেশির মামলার রায়কে ভুলভাবে পড়েছিল কারণ এই মামলাটি ভারতের সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা করেছিল এবং সেই আলোকে বলা হয়েছিল যে গরু জবাই করা অপরিহার্য ধর্মীয় প্রয়োজনের অংশ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। . তাই" আইনের ধারা ১২' যতটা উদ্বিগ্ন 'এটি একটি অপরিহার্য ধর্মীয় উদ্দেশ্যের কথা বলে না কিন্তু এমন কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্যের কথা বলে যার মধ্যে একটি ঐচ্ছিক উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।

শ্রী. তারকুন্ডে, একজন বিজ্ঞ সিনিয়র কৌঁসুলি, আপিলকারীদের একজনের পক্ষে উপস্থিত হয়ে দৃঢ়ভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে ধারা ১২ কার্যকর করার জন্য এটি আবশ্যক নয় যে ধর্মীয় উদ্দেশ্য অবশ্যই একটি বাধ্যতামূলক উদ্দেশ্য হতে হবে তবে মুসলিম ধর্মের দ্বারা চিন্তা করা একটি ঐচ্ছিক উদ্দেশ্যকেও কভার করবে, বকরি ঈদে সুস্থ গরু জবাই করার মতো। তাই এই ধরনের উদ্দেশ্য আইনের ধারা ১২ এর দ্বারা আচ্ছাদিত হবে।

অন্যদিকে মূল রিট পিটিশনকারীদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী, এই আপিলের উত্তরদাতারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই আইনটি গরু এবং মহিষ সহ পশু জবাই নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং এটি দুধের সরবরাহ বাড়ানো এবং অপচয় এড়ানোর উদ্দেশ্যে। কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পশু শক্তি। আইনের ধারা ৪ এর অধীনে শুধুমাত্র জবাইয়ের জন্য উপযুক্ত পশু জবাই করা যাবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি সার্টিফিকেট জারি করতে হবে। তবে গরুর মতো সুস্থ প্রাণী জবাই করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ধারা ১২ শুধুমাত্র শর্ত পূরণের উপর এই ধরনের প্রাণীর সাথে সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে চায়, যেমন, কোনো ধর্মীয়, ঔষধি বা গবেষণার উদ্দেশ্যে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা আবশ্যক। যেহেতু এই আইন দ্বারা পরিকল্পিত সুস্থ প্রাণী জবাই করার বিরুদ্ধে সাধারণ সুরক্ষার একটি ব্যতিক্রম, এই ধরনের ছাড় বা ব্যতিক্রমকে কঠোরভাবে বোঝানো উচিত এবং কোন ঐচ্ছিক ধর্মীয় উদ্দেশ্যে যা একেবারে প্রয়োজনীয় নাও হতে পারে তার জন্য হালকাভাবে দেওয়া বা হালকাভাবে অবলম্বন করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে বিবাদীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা দাখিল করা হয় যে, আপীলকারীদের মতে, ধর্মীয় যোগ্যতা অর্জনের জন্য একজন মুসলমান একটি ছাগল বা বিকল্পভাবে একটি সুস্থ গরু কোরবানি দিতে পারেন যদি ৭ জন মুসলমান একসাথে এটি করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এর জন্য ব্যয় করেন। এমনকি বকরি ঈদে একটি উটও কুরবানী করতে পারে। তাই, বকরী ঈদে শুধুমাত্র সুস্থ গরু কোরবানি করার উপর জোর দিয়ে ধর্মীয় যোগ্যতা অর্জন করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য নয়। ফলস্বরূপ, মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐচ্ছিক ধর্মীয় অনুশীলন পূরণের জন্য ধারা ১২ চালু করার কোনো এখতিয়ার বা ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকবে না। এটি আরও দাবি করা হয়েছিল যে কোরেশির মামলার (সুপ্রা) সাংবিধানিক বেঞ্চের রায় স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছে যে বকরি ঈদের দিন গরু জবাইকে অপরিহার্য ধর্মীয় অনুশীলনের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না এবং সেই কারণেই ২৫ ধারার সুরক্ষা পাওয়া যায় না। বকরী ঈদের দিন গরু জবাই করার জন্য। যদি তাই হয়, তবে সেই ভিত্তিতেই আইনের ধারা ১২-এর অধীনে রাষ্ট্রের পদক্ষেপের বিচার করতে হবে অন্যথায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের দ্বারা যা অ-প্রয়োজনীয় ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা বলে বিবেচিত হয়েছে, তা এই আদালতের জন্য অপরিহার্য ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা হিসাবে বিবেচিত হবে। আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য। যা এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তের অনুপাতের বিপরীতে চলবে। অতএব, বিবাদীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে, রিট আবেদনকারীরা, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কুরাইশির মামলায় (সুপ্রা) এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি অনুসরণ করেছিল।

আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদে আমাদের উদ্বিগ্ন বিবেচনা দিয়েছি। আমাদের দৃষ্টিতে আপিলের অধীনে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দেওয়া সিদ্ধান্তটি ব্যতিক্রমযোগ্য এবং এতে কোনো হস্তক্ষেপের আহ্বান জানানো হয়নি। বিতর্কের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমাদের আইনের স্কিমটি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

আইনের প্রস্তাবনা থেকে দেখা যায় যে এটি কিছু প্রাণী জবাই নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণীত হয়েছিল কারণ দুধের সরবরাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে এবং কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পশু শক্তির অপচয় এড়াতে এটি করা সমীচীন ছিল। ধারা ২ উল্লেখ করে যে আইনটি তফসিলে উল্লেখ করা প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আইনের তফসিল ষাঁড়, গরু, বাছুর, পুরুষ ও স্ত্রী মহিষ, মহিষের বাছুর এবং কাস্টেটেড মহিষকে অন্তর্ভুক্ত করে। আইনের ধারা ৪ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের শংসাপত্র ছাড়া পশু জবাই নিষিদ্ধের সাথে সম্পর্কিত। ধারা ৪ (১) এ বিধান করে যে আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে বা এর বিপরীত কোন ব্যবহারে যাহাই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (২) এর অধীন একটি শংসাপত্র না পাওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কোন পশু জবাই করতে পারবে না। উপ-ধারা (৩) যে পশু জবাইয়ের উপযুক্ত। উপ-ধারা (২) অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা একটি শংসাপত্র জারি করা প্রয়োজন যে প্রাণীটির বয়স ১৪ বছরের বেশি এবং প্রজননের জন্য অযোগ্য বা বয়সের কারণে প্রাণীটি স্থায়ীভাবে কাজ বা বয়স, আঘাত, বিকৃতি বা কোন দুরারোগ্য রোগের কারণে প্রাণীটি কাজ বা প্রজনন থেকে স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়েছে। উপ-ধারা (৩) এমন একটি মামলা নিয়ে কাজ করে যেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে যেখান থেকে প্রাথমিকভাবে একটি শংসাপত্র প্রাপ্ত করা হবে। ধারা ৫ অনুসারে একজন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট পশু জবাই করতে সক্ষম করে এমন একটি সার্টিফিকেট থাকলেও তিনি সেই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও জবাই করতে পারবেন না। ধারা ৭ অনুযায়ী যে কেউ এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করবে সে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। ধারা ৮ আইনের অধীনে অপরাধগুলিকে আমলযোগ্য করে তোলে। ধারা ৯ এ আইনের অধীনে অপরাধের প্ররোচনা বা এমনকি এই ধরনের কোনো অপরাধ করার চেষ্টা করার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে।

উপরোক্ত প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি স্পষ্টভাবে আইনী অভিপ্রায় নির্দেশ করে যে সুস্থ গরু যেগুলি জবাই করার উপযুক্ত নয় সেগুলিকে জবাই করা যাবে না। সেটি হলো আইনের ৪ ধারার জোর। অন্য কথায়, আইনের ধারা ২ এর অধীনে তফসিলে উল্লিখিত সুস্থ গরু এবং অন্যান্য পশু জবাইয়ের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এটিই আইনের সারমর্ম এবং এটি আইনের উদ্দেশ্য সাব-সার্ভ করার জন্য প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ দুধের সরবরাহ বাড়ানো এবং কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পশু শক্তির অপচয় এড়াতে।

আইনের এই প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামনে রেখে, আমাদের ধারা ১২ তৈরি করতে হবে যা আইন থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। যেমনটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে উল্লিখিত ধারাটি রাজ্য সরকারকে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এবং এই ধরনের শর্তাবলী সাপেক্ষে সক্ষম করে যা এটি আরোপ করা উপযুক্ত মনে করতে পারে, এই আইনের অপারেশন থেকে কোনো ধর্মীয়, ঔষধি বা গবেষণার উদ্দেশ্যর জন্য কোনো প্রাণী জবাই থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। এখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যখন ধারা ৪ (১) অনুসারে জবাই করার উপযুক্ত নয় এমন সুস্থ গরু জবাই করার বিষয়ে আইনের অধীনে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যদি সেই নিষেধাজ্ঞা একদিনের জন্যও প্রত্যাহার করা হয়, এটা দেখাতে হবে যে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কোনো ধর্মীয়, ঔষধি বা গবেষণার উদ্দেশ্যে উপ-পরিষেবা করার জন্য প্রয়োজনীয়। এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্ত মোহাম্মদ হেনিফ কোরেশির মামলায় (সুপ্রা), [১৯৫৯] এস.সি.আর ৬২৯ , প্রতিবেদনের ৬৫০ পৃষ্ঠায় প্রধান বিচারপতি দাস এর মাধ্যমে হ্যামিলশনের হেদায়া বই এক্সএল ।।।-এর অনুবাদে ৫৯২ পৃষ্ঠায় পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে যে বয়সে আগত প্রত্যেক মুক্ত মুসলমানের কর্তব্য পরিপক্কতার জন্য, ইয়াদ কিরবান বা কুরবানীর উৎসবে কুরবানী দিতে হবে, তবে সে নিসাবের অধিকারী হবে এবং মুসাফির হবে না। একজনের জন্য একটি ছাগল এবং সাতজনের জন্য একটি গরু বা একটি উট কুরবানী করা হবে। অতএব, একজন মুসলমানের জন্য এক ব্যক্তির জন্য একটি ছাগল বা সাত ব্যক্তির জন্য একটি গরু বা একটি উট কুরবানী করা ঐচ্ছিক। গরু কুরবানী করা ওয়াজিব বলে মনে হয় না। একবার মুসলমানদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য হল বকরি ঈদে যেকোনও সুস্থ পশু কোরবানি করা, তাহলে গরু জবাই করাই সেই কোরবানি সম্পাদনের একমাত্র উপায় নয়। অতএব, এটি স্পষ্টতই একটি অপরিহার্য ধর্মীয় উদ্দেশ্য নয় বরং একটি ঐচ্ছিক উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে আপীলকারীদের জন্য শ্রী. তারকুন্ডে দাখিল করেছেন যে এমনকি ঐচ্ছিক উদ্দেশ্য ধারা ১২ দ্বারা নিযুক্ত 'যেকোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য' শব্দটি দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং এটি একটি অপরিহার্য ধর্মীয় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। ধারা ১২ নির্দিষ্ট শর্তে এই ধরনের প্রাণী জবাই সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য যে সরল কারণে আমরা এই মতকে মেনে নিতে পারি না। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য দেখাতে হবে যে একজন মুসলমানের জন্য বকরি ঈদের দিনে একটি সুস্থ গরু কোরবানি করা অপরিহার্য বা আবশ্যক এবং যদি এটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যের প্রয়োজন হয় তবে তা অন্ততপক্ষে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে রাষ্ট্রকে তার বুদ্ধিমত্তায় সক্ষম করতে পারে। বকরী ঈদের দিন কিন্তু সেই অবস্থান নয়। এটা ভালভাবে মীমাংসা করা হয়েছে যে একটি ব্যতিক্রমী বিধান যা আইনের মূল জোরের ক্রিয়াকলাপকে এড়াতে চায় কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে ভারত ইউনিয়নের বনাম উড পেপার লিমিটেড, (১৯৯১) ১ যে.টি. এস.সি. ১৫১ এবং নভপাল ইন্ডিয়া লিমিটেড., হাইদ্রাবাদ বনাম সি.সি.ঈ. এবং কাস্টমস, হায়দারবাদ, (১৯৯৪) ৬ যে.টি. এস.সি. ৮০ ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করা লাভজনক। যদি কোনো ঐচ্ছিক ধর্মীয় উদ্দেশ্য মুসলমানকে বকরি ঈদে একটি সুস্থ গরু কোরবানি দিতে সক্ষম করে আইনের ধারা ১২ এর অধীনে একটি অব্যাহতি করা হয় তাহলে এই ধরনের ছাড় এমন একটি উদ্দেশ্যে মঞ্জুর করা হবে যা একটি অপরিহার্য নয় এবং সেই পরিমাণ ছাড়টি হালকাভাবে বা অভিশাপ দেওয়া হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

এটি ধারা ১২ এর সুযোগ এবং পরিধি নয়। তাই আমাদের অবশ্যই ধরে রাখতে হবে যে আইনের আওতায় থাকা যে কোনও সুস্থ প্রাণী জবাইয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য ১২ ধারার অধীনে অব্যাহতি ক্ষমতা প্রয়োগ করার আগে, এটা অবশ্যই দেখাতে হবে যে একটি অপরিহার্য ধর্মীয়, ঔষধি বা গবেষণার উদ্দেশ্যে উপ-পরিষেবা করার জন্য এই ধরনের ছাড় দেওয়া আবশ্যক। যদি এই ধরনের অব্যাহতি প্রদান করা অপরিহার্য না হয় বা এই ধরনের উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় না হয় তাহলে আইনের মূল বিধানগুলির উপর জোর দেওয়ার জন্য এই ধরনের ছাড় দেওয়া যাবে না। অতএব, আমরা আপীলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করি যে এমনকি ঐচ্ছিক ধর্মীয় উদ্দেশ্যের ছাড় ১২ ধারার অধীনে বৈধভাবে মঞ্জুর করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে কোরেশির মামলাটিও বিবেচনা করা প্রয়োজন (সুপ্রা) যার উপর হাইকোর্ট দ্বারা ব্যাপকভাবে নির্ভর করা হয়েছিল। বিহার প্রিভেনশন অফ অ্যানিম্যালস আইন, ১৯৫৫ এর অধীনে বিহার আইনসভার দ্বারা আরোপিত বকরি ঈদের দিনেও গরু জবাইয়ের সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদনকারীদের মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন হিসাবে আক্রমণ করা হয়েছিল। এই বিতর্ক প্রত্যাখ্যান করে সাংবিধানিক বেঞ্চ বলেছিল যে যদিও অনুচ্ছেদ ২৫ (১) সমস্ত ব্যক্তিকে ধর্ম পালন, অনুশীলন এবং প্রচারের স্বাধীনতা দিয়েছে, যেহেতু বকরি ঈদে গরু জবাই মুসলমানদের জন্য একটি অপরিহার্য ধর্মীয় রীতি নয়, গরু জবাই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বকরী ঈদের দিন সহ সকল দিন অনুচ্ছেদ ২৫ (১) এর লঙ্ঘন হবে না। যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে সংবিধান বেঞ্চ প্রধান বিচারপতি দাস -এর মাধ্যমে কথা বলেছিল যে বকরি ঈদে সাত ব্যক্তির পক্ষে একটি গরু কোরবানি করা মুসলমানদের জন্য ঐচ্ছিক ছিল তবে একজন ব্যক্তিকে একটি গরু কোরবানি করা বাধ্যতামূলক বলে মনে হয় না। এটি সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে একটি বিকল্পের সত্যটি বাধ্যতামূলক কর্তব্যের ধারণার বিপরীতে চলে বলে মনে হচ্ছে। একটি দাখিলও উল্লেখ করা হয়েছিল যে একজন ব্যক্তি তার পরিবারের অন্য ছয় সদস্যের সাথে একটি গরু কোরবানি দিতে পারে তবে সাতটি ছাগল কোরবানি দিতে সক্ষম নাও হতে পারে এবং এটি লক্ষ্য করা গেছে যে এই ক্ষেত্রে একটি অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে যদিও কোন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা ছিল না। এই প্রসঙ্গে, প্রধান বিচারপতি দাস, মুঘল সম্রাটদের সময় থেকে গরু জবাই সংক্রান্ত ঐতিহাসিক পটভূমির উল্লেখ করেছেন। মুঘল সম্রাট বাবর গরু জবাই এবং ধর্মীয় কুরবানী নিষিদ্ধ করার প্রজ্ঞা দেখেন এবং তার পুত্র হুমায়নকে এটি অনুসরণ করার নির্দেশ দেন। একইভাবে, সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর এবং আহমদ শাহ, কথিত আছে, গরু জবাই নিষিদ্ধ করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক পটভূমির আলোকে বলা হয়েছে যে, গোহত্যার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা সংবিধানের ২৫ (১) অনুচ্ছেদকে আঘাত করেনি।

এই মীমাংসাকৃত আইনগত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এটা সুস্পষ্ট যে, বকরি ঈদের দিনে সুস্থ গরু জবাই করার জন্য কোনো মুসলমানের মৌলিক অধিকার না থাকলে, এটি ধারা ১২ এর অধীনে রাজ্যের অব্যাহতির জন্য একটি বৈধ কারণ হতে পারে না যা বকরি ঈদেতে এই ধরনের গরু জবাই করতে সক্ষম করবে।

আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তি যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৫ (১) অপরিহার্য ধর্মীয় অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত যেখানে আইনের ১২ ধারা এমনকি ঐচ্ছিক ধর্মীয় অনুশীলনগুলিকেও কভার করতে পারে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এই ধরনের একটি অব্যাহতি ধারার কোন অর্থ বরাদ্দ করা যাবে না যা আইনের মূল বিধান, অর্থাৎ ধারা ৪, যা এই আইনের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুকে কমিয়ে দিতে এবং পাতলা করতে চায়। যদি আপীলকারী, বিবাদ গৃহীত হয় তবে রাষ্ট্র এই আইনের কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দিতে পারে, এমনকি অপ্রয়োজনীয় ধর্মীয়, ঔষধি বা গবেষণার উদ্দেশ্যেও সুস্থ গরু জবাই করা থেকে অব্যাহতি দিতে পারে, কারণ আমাদের তিনটি উদ্দেশ্যের একই অর্থ দিতে হবে, যথা , ধর্মীয়, ঔষধি বা গবেষণার উদ্দেশ্য, যেমন ধারা ১২ দ্বারা পরিকল্পিত হয়েছে। এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে যদি কোনো ঔষধি বা গবেষণার উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করার জন্য সুস্থ গরু জবাইয়ের অনুমতি দেওয়া অপরিহার্য বা অপরিহার্য না হয়, তাহলে রাষ্ট্রের জন্য কোন উপলক্ষ থাকবে না। এই ধরনের উদ্দেশ্যে আইনের ধারা ১২ এর অধীনে অব্যাহতি পাওয়ার আহ্বান করুন। একইভাবে এটা ধরে রাখতে হবে যে যদি কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সুস্থ গরু জবাইয়ের অনুমতি দেওয়া অপরিহার্য বা অপরিহার্য না হয় তাহলে এই ধরনের ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ধারা ১২-এর অধীনে তার অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রাষ্ট্রের কাছে সমানভাবে উন্মুক্ত হবে না। তাই আমরা হাইকোর্টের এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পূর্ণ একমত যে বকরি ঈদে সুস্থ গরু জবাই করা মুসলমানদের ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অপরিহার্য বা আবশ্যক নয় বা অন্য কথায় এটা ধর্মের অংশ নয় একজন মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে বকরি ঈদে ধর্মীয় যোগ্যতা অর্জনের জন্য একটি গরু অবশ্যই কুরবানী করতে হবে।

আমরা শ্রী. তারকুন্ডের একটি দাখিলও উল্লেখ করতে পারি যে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ এবং তাই, সেই রাজ্যটিকে সংখ্যালঘুদের ইচ্ছাকে সম্মান করতে হবে। হাতের কাছে থাকা আপিলগুলিতে আমরা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে উদ্বিগ্ন যে ধারা ১২-এর স্পষ্ট বাণীর আলোকে, রাজ্য বকরি ঈদে স্বাস্থ্যকর গরু জবাই আইনের কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দিতে পারে কিনা। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হওয়া প্রাসঙ্গিক হবে না। শ্রী. তারকুন্ডে পরবর্তীতে জমা দেন যে গুজরাটের নিয়ম অনুযায়ী বকরি ঈদে গরু জবাই করা একটি সত্যবাদী ধর্মীয় উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হয়। এমনকি এই দিকটি পশ্চিমবঙ্গ আইনের ধারা ১২-এর পরামিতিগুলি নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়, এমনকি যদি এটি বর্তমানে গুজরাটে অবস্থান হয়, যা উত্তরদাতাদের জন্য বিজ্ঞ পরামর্শ অনুসারে নয়।

আমরা আপীলকারীদের জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলির প্রচেষ্টার সাথেও মোকাবিলা করতে পারি যাতে ব্যাখ্যা করার জন্য কোরেশির মামলাটি আলাদা করা যায় অনুচ্ছেদ ২৫ এবং ২৬ এর অধীনে 'ধর্মীয়' শব্দটি, একদিকে গণতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি সীমাবদ্ধ অর্থ দেওয়া হয়েছিল ব্যক্তির স্বার্থ যাতে অন্য দিকে যে কোনও ধর্ম পালনের অধিকার উদ্বিগ্ন।

এই প্রসঙ্গে, তিলকায়েত শির গোবিন্দলালজি মহারাজ বনাম রাজস্থান রাজ্য এবং অন্যান্যরা, [১৯৯৪] ১ এস.সি.আর ৫৬১ এবং দুর্গা কমিটি, আজমির এবং আরেকজন বনাম সৈয়দ হোসেন আলী এবং অন্যান্যরা, [১৯৬২] ১ এস.সি.আর. ৩৮৩, এই আদালতের সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তগুলি আপীলকারীদের জন্য কোন উপকারী নয় কারণ এতে কিছু আইনের বৈধতার প্রশ্ন মোকাবেলা করার সময়, সংবিধানের ২৫ এবং ২৬ অনুচ্ছেদের পরিধি বানান করা হয়েছিল এবং এই সিদ্ধান্তে কিছুই রাখা হয়নি যা কোরেশী মামলায় যা সিদ্ধান্ত হয়েছিল তার বিপরীত, যা আমরা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি। ধারা ১২ এর মধ্যে যেকোন এবং প্রতিটি ধর্মীয় অনুশীলনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আপীলকারীদের জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলিদের দ্বারা করা প্রচেষ্টাও কোন লাভজনক নয় এই সহজ কারণের জন্য যে ধারা ১২-এর পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় অনুশীলনটি এমন হতে হবে যার অধীনে অব্যাহতি বিধানের আহ্বান প্রয়োজন। ধারা ১২ যাতে ধারা ৪ এর মূল জোরকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এই জাতীয় অনুশীলনের জন্য অ-প্রয়োজনীয় ধর্মীয় অনুশীলনকে ভিত্তি করা যায় না। এই আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর ভরসা রেখে হযরত কাইর মহাম্মাদ শাহ বনাম আয়কর কমিশনার, গুজরাট, (১৯৬৭) ৬৩ আই.টি.আর. ৪৯০ এস সি, এছাড়াও কোন সাহায্যের নয় কারণ এটি আয়কর আইনের ১১ ধারাকে বোঝায়, যার স্কিমটি আইনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এমনকি যদি আমরা আপীলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলির সাথে একমত হই যে বকরি ঈদে একটি সুস্থ গরু জবাই করা একটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে, যতক্ষণ না এটি একটি অপরিহার্য ধর্মীয় উদ্দেশ্য হিসাবে দেখানো না হয় যেমনটি আমরা আগে আলোচনা করেছি, আইনের ধারা ১২ এই ধরনের একটি অপ্রয়োজনীয় ধর্মীয় উদ্দেশ্যে চাপা দেওয়ার জন্য কাজটিতে চাপ দেওয়া যাবে না।

শেষের আগে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে পিটিশনকারীদের সম্পর্কে হাইকোর্টের সামনে একটি প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল, রিট পিটিশনটি স্থানান্তর করার জন্য অবস্থান নেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্ট বলেছে যে এটি একটি জনস্বার্থ মামলা এবং রিট পিটিশনকারীদের কাছে পিটিশনটি সরানোর জন্য যথেষ্ট লোকাস স্ট্যান্ডি / ভিত্তি রয়েছে। হাইকোর্টের ওই রায়কে কোনো আপিলকারী চ্যালেঞ্জ করেননি। আমাদের দৃষ্টিতে ঠিকই তাই যেহেতু সমাজের একটি হিন্দু অংশের প্রতিনিধিত্বকারী রিট আবেদনকারীরা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত অবাস্তব অব্যাহতি দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাদের কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না কিন্তু প্রজেক্ট করার একটি সাধারণ কারণ ছিল। ফলস্বরূপ, পিটিশনটি সরানোর জন্য তাদের কাছে যথেষ্ট লোকাস স্ট্যান্ডি ছিল। আইনের অধীনে প্রণীত বিধি ৭, বিধান করে যে পশ্চিমবঙ্গ পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০-এর বিধানগুলি ধর্মীয়, ঔষধি বা গবেষণার উদ্দেশ্যে কোনও প্রাণী জবাইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এই শর্ত সাপেক্ষে যে এই ধরনের জবাই ধর্মকে প্রভাবিত করে না। এই ধরনের জবাই কাজে যুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের প্রতিবেশীদের অনুভূতি এবং জবাই করার আগে রাজ্য সরকার বা এটি দ্বারা অনুমোদিত কোনো কর্মকর্তার পূর্বের অনুমতি প্রাপ্ত হয়। হাইকোর্টে মূল রিট আবেদনকারীদের মামলাটি ধর্মীয় অনুভূতির উপর ভিত্তি করে এবং তাই তারা এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে, এই জনস্বার্থ মামলাটি লোকাস স্ট্যান্ডি করার জন্য মূল পিটিশনকারীদের অবস্থানকে স্বীকৃতি দিয়ে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের সাথে কোনও দোষ খুঁজে পাওয়া যায়নি যা আমরা যোগ্যতার ভিত্তিতে ভালভাবে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেছি।

ফলস্বরূপ, আমরা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করি এবং এই আপিলগুলি খারিজ করি। আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন আগে মঞ্জুর করা অন্তর্বর্তীকালীন সুরাহা বাতিল হয়ে যাবে। মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে খরচের বিষয়ে কোনো আদেশ থাকবে না।

এ.জি. আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।